মাদারীপুরের সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় গত ৩০ সেপ্টম্বর থেকে ক্যাম্পাসে ১৪৪ ধারা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। যা এখনো অব্যাহত আছে। জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন, কলেজ ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে। এতে বিপাকে পড়েছেন কলেটির সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, কলেজ ক্যাম্পাস হঠাৎ এভাবে বন্ধ করে দেওয়ায় তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানে এখনো কলেজ কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে আনন্দ মিছিল ও কেক কাটাকে কেন্দ্র করে গত শনিবার নাজিমউদ্দিন কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় ৬ পুলিশসহ অন্তত ৪০ জন আহত হয়। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ৪১ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা করেছে। এ ছাড়া আরও ৩০০ থেকে ৪০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। এরই মধ্যে পুলিশ এ ঘটনায় ৭ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে। ফলে এ নিয়ে ক্যাম্পাসে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কলেজ সূত্র জানায়, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে গত রবিবার অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাদিক জাহিদুল ইসলাম সব শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করে অনিবার্য কারণবশত সব শ্রেণির কার্যক্রম স্থগিত করেন। তবে সরকারি ছুটি ছাড়া অন্যান্য দিন ভর্তি কার্যক্রম, পাবলিক পরীক্ষা ও অফিসের কর্যক্রম যথারীতি চলবে বলে জানান তিনি। কিন্তু তার পরও উত্তেজনা না কমায় ৩০ সেপ্টম্বর জেলা প্রশাসক ক্যাম্পাসে ১৪৪ ধারা জারি করেন।

কবে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হবে এমন প্রশ্নে জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুল ইসলাম বলেন, সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজ ক্যাম্পাসে যাতে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে এবং কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় তার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছি। কলেজে শিক্ষা কার্যক্রমের পরিবেশ স্বাভাবিক হলেই আমরা ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নেব।